ভোরের কাগজ

113

তারিখ ... ... SEP 01 1999
পৃষ্ঠা 5 ... কলাম 2 .....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের অন্তরালে

কুমিল্লা বোর্ডের 'অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ'টি কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মাত্র তিনটি ব্যাচ এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এবার এর ফলাফল যথেষ্ট ভালো হয়েছে এবং গত বছরও আশানুরূপ ভালো হয়েছিল। এতো অল্প সময়ে এতোবড়ো সাফল্য এদেশের কোনো কলেজ অর্জন করতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বেশকিছু মেধাবী অথচ অবহেলিত ছাত্রকে অধ্যাপক মজিদ তুলে এনেছেন। নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। প্রয়োজনে অর্থ দিয়ে গরিব শিক্ষার্থীর পরিবারকেও সাহায্য করেছেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সীমাহীন বিদ্রোহ করে আশাহীন হয়ে পড়েছিল কিছু জীবন, আজ তারাও স্বপ্ন দেখে অনেক বড়ো হওয়ার স্বপ্ন, সার্থক হওয়ার স্বপ্ন, সুন্দরভাবে দেশ ও জাতিকে গড়ে তোলার স্বপ্ন। বক্তৃতার মঞ্চে অজস্র বুলি আউড়িয়ে অনেকেই দেশসেবার ভান করেন। আবার অনেকে দেশসেবা করে যায় নীরবে-নিভৃতে।

কদিন আগে নিজ বাড়ি গিয়েছিলাম হোমনা থানার বাগমারা গ্রামে। ওখানে 'রেহানা মজিদ মহিলা কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ কলেজটিও হয়তোবা অনুরূপ সুনাম অর্জন করবে। সদিচ্ছা থাকলে অনেক কিছুই সম্ভব। এ মহত উদ্যোগ এবং অর্জিত সফলতার জন্য শ্রদ্ধেয় মজিদ স্যার এবং কলেজের অন্য শিক্ষকমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নরেশ চন্দ্র দাস নিষাদ
ফরেস্ট্রি, প্রথম বর্ষ
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।